ঝুরো লুশে কুপো কাণ্ড

(হাস্যোদ্দীপক প্রহসন)



সিন্ধুবালা, অনঙ্গমঞ্জরী, গোপাল-রহস্য,
গুপ্তপ্রেম-পরিণাম, মোসাহেব,
মেঘনাথ সর্দ্দার প্রভৃতি
প্রণেতা
ও
"বসুমতীর" ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে-প্রণীত
ও
প্রকাশিত।



কলিকাতা,
১৩২০

মূল্য ৵০ দুই আনা।

ঝুরো লুশো কুপো কাণ্ড

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

ভাগীরথী তীর। দশহরা।

ক্ষেতা গুলিখোর ও দুইজন বারবিলাসিনী।

ক্ষেতা। (হাতে পৈতা জড়াইয়া মৃদু স্বরে) নমোবিষ্টং—নমোবিষ্টং,—নমোবিষ্টং,—

১ম বারবিলাসিনী। বামুনটা যেন কি রকম।

২য় বারবিলাসিনী। হঁ্যা দিদি, বামুনটা যেন কি! আমাদের নয়ান চাঁদ বামুন ঠাকুরের কেমন পূজোর ছিরি ছেলো।

১ম। সে কেমন ডাবে চিনি দিতো, ঘটে সিঁদুর দিতো, এ বামুনের কিছুই নেই।

২য়। অ ঠাকুর, অনেক বেলা হোলো যে, শীগ্‌গির ন্যাও!

১ম। গঙ্গা পূজোয় এত দেরি দেখিনি দিদি!

২য়। তোকে বোলেছিলুম, এ বামুনটাকে কাজ নেই।

১ম। ডেকে ঝক্‌মারি করিচি, যেন গুলিখোর বামুনটা!

২য়। অ ঠাকুর! ঘটে সিঁদুর দাও, ডাবে চিনি দাও, অনেক বেলা হোলো, ঘাট-সুদ্দু পূজো কোরে বাড়ী চলে গেল যে, এখনও ঠাকুর তোমার পূজো হোলো না!

ক্ষেতা। (সুর টানিয়া) নমোবিষ্টং—নমোবিষ্টং—নমোবিষ্টং চাটেং পয়সাং পেলেং সন্তুষ্টং, (এদিক ওদিক চাহিয়া সভয়ে স্বগত) ঐ গো যা ভেবেছি তাই হোয়েচে। বরদা আস্‌চে। আমায় দেখে ফেলেচে। এই দিকেই আস্‌চে। (ঘটে সিঁদুর, ডাবে চিনি দিয়া, শাঁক বাজাইয়া প্রকাশ্যে) দক্ষিণে দাও গো, দক্ষিণে দাও ?

২য়।—বাঁচা গেল, বামী দে, বামুন ঠাকুরকে চার আনা দে।

ক্ষেতা। উঁহু—উঁহু।

২য়। বামী দে,—আর চার আনা দে। অনেকক্ষণ ধোরে পূজো কোরেচে, দে চার আনা দে।

ক্ষেতা। (ডাব গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া স্বগত) চাটের পয়সাটা হোলো ভাল !

ক্ষেতার প্রস্থান।

বরদানাম্নী জনৈক বারবিলাসিনীর প্রবেশ।

বরদা। (গণ্ডে অঙ্গুলী দিয়া) ও মাগো ! কোথা যাবো গো ! ক্ষেতা কবে বামূন হোলো গো ! কি ঘেন্না ! কি ঘেন্না !

২য়। ঘেন্না কি মা ?

বরদা। হ্যাঁ গা, তোমাদের কি চোক নেই, ওটাকে পূজো কোত্তে দিয়েচ ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

২য়। কেন মা, কি হোয়েচে ?

বরদা। ওটাকে চেন না, রাম—রাম, জেত্তে পোদ, ছুঁলে গঙ্গা চান্ কোত্তে হয়, সাত জন্মে নায় না, গুলির আড্ডায় পোড়ে থাকে,—ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

২য়। (সাশ্চর্য্যে) বল কি মা !

বরদা। হাঁগা, আমি কি মিছে বল্‌চি, আমার বাড়ীর পেছনেই ওর আড্ডা ঘর,—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

বরদার প্রস্থান।

১ম। সিদে কোথা গে-ল।

২য়। চাকরটা এক রকম, থেকে থেকে কোথায় যায়!

১ম। (উচ্চৈঃস্বরে) অ সিদে! সিদে! অ সিদে!

সিদের প্রবেশ।

সিদে। কি দিদি বাবু?

১ম। তুই বেটা এতক্ষণ কোথা ছিলি?

সিদে। দিদি বাবু কোথাও যাইনি, এই এইখানেই ছিলুম।

২য়। তোর মাথা আর মুণ্ডু!

সিদে। কি হোয়েচে বড় দিদি বাবু?

২য়। নিমতলার ঘাট হোয়েচে, তোর পিণ্ডি চোট্‌কেচে! কোথেকে একটা গুলিখোর এসে ছাই-ভস্ম পূজো কোরে গেল!

সিদে। শালা গুলিখোর গেল কোথা?

২য়। (রাগিয়া) যমের বাড়ী, তুইও যা। ঐদিকে গেচে।

সিদে। শালাকে ধোরে নীয়ে আসি।

২য়। আর ধোরে আন্‌তে হবে না! তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছে! আর বাহাদুরিতে কাজ নেই! এ সব নে, ঘরে চল্‌! তোর জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মোলুম্‌! আগে বাড়ী চ! তোর ছরাদ্‌ কোর্‌বো—কোর্‌বো—কোর্‌বো।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আড্ডাধারী ক্ষেতা গুলিখোরের গুলির আড্ডা।

ক্ষেতা, নেতা ও চারিজন গুলিখোর।

গীত।

(ও ভাই) গুলির তথ্য চমৎকার।
ও যে দেহতত্ত্ব, বিষম শক্ত, ভক্ত বিনে বোঝা ভার।
তোড় জোড় আর মেরু,
মেরু হোলেন এদের গুরু,
মেরুর আশ্রয়ে উঠেন (কুল) কুণ্ডলিনী ধুমাকার।
আর যে আছেন ফট্‌কা,
উনি সবার টেক্কা',
টোক্কা মেরে জোড়ের পর,—
উনি প্রণবরূপী পরাৎপর,—
বিনে ফট্‌কা, সবই ফোক্কা,
কেবলিরে হাহাকার ;—
জ্বেলে জ্ঞান-শলাকা, ল'য়ে ফট্‌কা,
(আঁখি মুদে) ভক্ত ভাবে সারাৎসার।
হাসে যত চোখ্‌রে কাণা,
দেখে ভাঙা কলসীর কানা,
বলে বৈঠকের কিবা কারখানা ;—
বুঝে না বুঝে না এ যে নিত্যই ভাঙা এ সংসার।

ক্ষেতা। আমি দাঁও মার্‌তে গলায় পৈতে জড়িয়ে, দশহরার দিন গঙ্গার ঘাটে ঘুর্‌চি বাবা, এমন সময় শানাই বাজার মত মিঠে

সুর আমার কানে গেল,—"ঠাকুর পূজো কোরে দিয়ে যাও।" যেমন শোনা অমনই বাবা নট্ নড়ন্ চড়ন্ নট্ কিচ্ছু। পেছন ফিরে দেখে মাথা ঘুরে গেলো! এমন পটল-চেরা চোক, এমন কপাল-জোড়া ভুরু, এমন বাঁশীর মতন নাক, পা পর্য্যন্ত চুল, রং একেবারে ফেটে পোড়্চে, পরীর বাচ্চা কোথা লাগে বাবা! দেখ্তে খুব খাপ্সুরৎ। মিতে সে চেহারার কথা কি বোল্‌বো, সব শালীই কি এক ছাঁচে ঢালা! ডেকে বোল্লে "ঠাকুর পূজো কোরে দিয়ে যাও!" আমিও তাই চাই! অমনি পূজো লাগিয়ে দিলুম। পূজো ত পূজো, নমোবিষ্টং—নমোবিষ্টং—নমোবিষ্টং! শালীরা এমনই কোরে আমার দিকে চাচ্ছেল, মনে হোচ্চেলো আমায় পারে ত গুলে খেয়ে ফেলে! এ চেহারাটা কি! রাজার ঘরে এমন চেহারা হয় না বাবা। আমিও বাবা ছেড়ে কথা কই নি! এক নয়ন বাণ! আর কি রক্ষে আছে! বাণ ছাড়াও যা, লাগাও তা,—পড়াও তা,—মরাও তা!

নেড়া। ও ত কি মিতে! আজ সকালে হোলো কি! একটা সাড়ে চোদ্দ হাত বাঘ আমায় গিল্তে এলো! কি করি শুদ্ধ হাত। বাঘটা যেমন আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পোড়লো, অমনি কপালে এক টুস্কি! বাঘটা গাঁ গাঁ কোত্তে কোত্তে একেবারে ঘুঘুড়ির টেঁকে আছাড় খেয়ে পোড়্লো বাবা! মিতে, এখনও গায়ে গন্ধ ছাড়েনি মিতে, গায়ে গন্ধ ছাড়েনি!

১ম। ও কি আবার একটা বাঘের মধ্যে বাঘ! আমায় যে বাঘে তাড়া কোরেছেলো, সে বাঘটা আমার হাতের ত্রিশ হাত। যেমন দেখা, অম্‌নি বাবা নারকেল গাছে ওঠা! ভারি পেচ্ছাপ পেলে! পেচ্ছাপ কচ্চি বাবা! দেখি বাঘটা পেচ্ছাব

ধোরে ধোরে উঠ্‌চে! অমনি পেচ্ছাব বন্ধ বাবা। বাঘটা ধড়াস্‌ কোরে পোড়ে গেলো! আবার পেচ্ছাব! দেখি বাঘটা আবার পেচ্ছাব ধোরে ধোরে উঠ্‌ছে! ধরে ধরে আর কি! ফস্ত ছেড়ে দিলুম বাবা! কথা-বাত্রা নাই, বাঘটা হাবু ডুবু খেতে খেতে একেবারে গঙ্গা সাগর!

২য়। একদিন ভাতারথাকি মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলুম বাবা! এক দল সেপাই এসে আমায় গুলি কোর্‌তে লাগ্‌লো বাবা! আমি টপাটপ্‌ গুলি গিল্‌তে লাগ্‌লুম বাবা! তারা পঞ্চাশ জন, আমি বাবা একা! সেপাইদের গুলি ফুরিয়ে গেল বাবা! ভয়ে ছুট্‌।

৩য়। ও ত কি! একদিন একটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্চি, একটা প্রকাণ্ড বুনো শোর আমায় তাড়া কোর্‌লে বাবা! দৌড়ে গিয়ে নেজটা ধোরে ঘূরিয়ে এক আছাড়! বোল্‌বো কি বাবা! লেজটা আমার হাতে, ধড়টা একেবারে ছাতু!

৪র্থ। (তোত্‌লা বলিয়া টানিয়া) আচ্ছা বাবা, এ সময় যদি ঝম্‌ কোরে এক থোলে টাকা পড়ে!

১ম। পড়ে ত বাবা ভারি রগড় বাধে!

তোতলা। কি হয় বাবা?

৩য়। সকলে ভাগ করে নি বাবা!

ক্ষেতা। তা বই কি বাবা!

২য়। (উচ্চৈঃস্বরে) লে ঝম্‌!

ক্ষেতা। (চীৎকার করিয়া) বোম্‌ কড়াৎ। এই আয়রন্‌চেষ্টে চাবি পোড়ে গেছে বাবা!

গুলিখোরগণ। (ক্ষেতাকে বেষ্টন করিয়া) দে শালা চাবি দে,—দে শালা চাবি দে!

ক্ষেতা। (সভয়ে) চুপ্, এক শালা মাতাল আস্‌চে! কি করি মিতে?

নেতা। চাট্‌টাট্‌গুলো সরিয়ে ফেল মিতে।

ক্ষেতা। (সভয়ে) মিতে আমরা কোথা যাই, শালা যদি মারে?

নেতা। ভয় কি মিতে, যা বলি তা কর। (১ম গুলিখোরের প্রতি) গাড়ু হোয়ে ঐ কোণে বোস্ বাবা! (২য় প্রতি) ও কোণে কুঁজো হোয়ে থাক্ বাবা। (৩য় প্রতি) আলোটা নীয়ে দের্‌কো হোয়ে এই কোণে বোস্ বাবা! (৪র্থ প্রতি) আর তুই ঘড়া হোয়ে সে কোণে থাক্ বাবা। তোরা কেউ নড়িস্ নি চড়িস্ নি বাবা! কথা কস্‌নি বাবা! শীগ্‌গির নে, শীগ্‌গির নে!

চারিজন গাড়ু, কুঁজো, দের্‌কো ও ঘড়া হওন।

ক্ষেতা। (সভয়ে) ওদের ত গতি হোলো; এখন আমাদের উপায়?

নেতা। ভয় কি মিতে? এস দুজনে ক্যোচ হই।

(নেতা ও ক্ষেতা চাদর মূড়ি দিয়া পিছাপিছি হামাগুড়ি দিয়া ক্যোচ হওন।)

গীত গাহিতে গাহিতে মাতালের প্রবেশ।

গীত।

লেগে যা গুরো ঝটাপটি,
(আজ) গুলির আড্ডায় চাট লুটি,—
লুটোপাটি, ছ:াপাটি, লাগিয়ে দোবো দাঁত কপাটি।
যত বেটা গুলিখোর,
সব বেটাই রে চসম খোর,

সব বেটাই রে ছিচ্‌কে চোর,
লুট্‌চে মজা আড্ডায় জুটি ॥
(বেটাদের) গায়ের গন্ধে পালায় ছুঁচো,
উবু ব'সে হয়েছে কুঁজো,
চক্ষু বুজে গুলি টানে ঠিক যেন বাঁদরটি,
করলে কালার পীরিতে পাড়া মাটি ॥

মাতাল। এক বেটাও নেই যে! বেটারা গেল কোথা? গুলির আড্ডায় কোচ! একটু বসি।

কোচে উপবেশন।

গীত।

কোন্ শালা আমায় মাতাল বলে!
(আমায়) পাঁচ মাতালে মাতাল ব'লে বেতাল কোর্‌লে হেঁসে খেলে।
ছেলে পুলে পরিবার,
সবাই জানে নয় আপনার,
(তবু) তাদের ঝোঁকে সবাই মাতাল,
(আমায়) মাতাল বলে কোন্ আক্কেলে।
মোহ মদে মাতাল সবাই,
করে সবাই আপন বড়াই
হ'লে বাড়াবাড়ি দিয়ে হামাগুড়ি,
ভাসে শেষে চোখের জলে,—
তবু দেখে না রে মনের কপাট খুলে।

নেতা ও ক্ষেতা। ক্যাঁচ্—কোঁচ্! ক্যাঁচ্—কোঁচ্!

মাতাল। (দাঁড়াইয়া) এটা কোচ্ নয়, দুবেটা গুলিখোর। (উচ্চহাস্য) আর শালারা গেল কোথা? এই ঘরেই আছে। ঐ

এক বেটা (ধাক্কা প্রদান) "বগ্—বগ্—বগ্।" বেটা গাড় সেজেছে। ঐ এক বেটা (ধাক্কা প্রদান) "ঢক্—ঢক্—ঢক্।" এ বেটা দড়া। ঐ এক বেটা মেরকো হোয়ে আলো নীয়ে বোসে আছে। ঐ এক বেটা (ধাক্কা প্রদান) "ছল্—ছল্—ছল্।" এ বেটা কুঁজো। গুলিখোর বেটাদের বুদ্ধির দৌড় একবার দেখেছ? বেটারা চাট্-টাট্ সব সরিয়ে মতলব খাটিয়েছে মন্দ নয়। এদের ত রগড় দেখা গেল। আর এক আড্ডায় যাই, দেখি সে বেটারা কি মতলব খাটায়।

মাতালের প্রস্থান।

নেতা। (উঠিয়া) তোরা ওঠ্ বাঁচা গেল, শালা ভেগেচে।

সকলের গাত্রোত্থান।

১ম। শালার পাছাটা দেখেছ বাবা, যেন ডেয়ো পিঁপ্ড়ে।

২য়। শালা যেন নবাব খাঞ্জাখাঁর নাতি।

৩য়। শালা আমার জামায়ের মামা শ্বশুর।

তোতলা। শালাকে এখনই টাট্ কোরে ফেলতুম বাবা।

নেতা। শালা আমার শালার শালা কুঁক্ড়োর গু।

ক্ষেতা। মিতে রাত হোয়েচে, ঘরে যাও, তোমার গিন্নী রাগ কোর্বে বাবা। আমিও খাওয়া দাওয়া করিগে।

নেতা। মিতে তবে আসি।

ক্ষেতা। এস মিতে এস (চারিজনের প্রতি) তোরাও আয়।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নেতা গুলিখোরের আবাস গৃহ।

হরেন ও হরেনের মাতা।

হরেন। ছিঃ ছিঃ বাবার জন্যে মুখ দেখান ভার।

মাতা। কেন বাবা! তোমার বাপ কি কোরেচে?

হরেন। একেত বাবা গুলি খায় বোলে সকলেরই কাছে মাথা হেঁট। আবার শুন্‌তে পাই, আজকাল বাগবাজারে হাড় বদমায়েস ক্ষেতা গুলিখোরের দলে গিয়ে মিশেছে। ছিঃ ছিঃ আর চাকরি কোত্তে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় বাড়ী ছেড়ে কোথাও চলে যাই।

মাতা। তা কি কর্‌বি বল্? তোর জন্মদাতা বাপ ত? একটা নেশার বশ হোয়েচে, কি করবি বল্?

হরেন। মা, তুমিওত বাবাকে কিছু বল না?

মাতা। তা বাবা, কি বোল্‌বো। ঢের বকাবকি করেচি, তা তোর বাপ সে কথা শুন্‌লে না মান্‌লে?

হরেন। (রাগিয়া) বাবার বেশী বাড়াবাড়ি দেখি ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবো।

মাতা। রাগিস কেন বাবা, তোর বাপ আসুক বুঝিয়ে বোল্‌বো এখন।

হরেন। তুমি ভালমানুষি কর বোলেই ত আরও বেড়ে গেছে।

মাতা। তোর বাপ বুড়ো হোয়েচে, আর কত দিনই বা বাঁচবে! এই আপিস থেকে এলি, তোর ঘরে যা, আমি সংসারের কাজ-কর্ম্ম দেখিগে।

নেতার প্রবেশ।

হরেন। বাবা! তুমি কোথা থেকে আস্‌চ?

নেতা। এক কথায় কি কোরে বলি, এই এখান থেকেই আস্‌চি!

হরেন। এখান থেকে আবার কি? ক্ষেতার আড্ডা থেকে?

নেতা। ক্ষেতা কিরে? ক্ষেত্তর বাবু বল্।

মাতা। ক্ষেতাই ত!

হরেন। ক্ষেতা আবার বাবু কবে? ক্ষেতা গুলিখোরকে সকলেই চেনে। ক্ষেতা আবার,—

নেতা। (রাগিয়া) ক্ষেতা—ক্ষেতা—ক্ষেতা কিরে! কলা পোড়া খা!

মাতা। কলাপোড়া তুমি খাও, বুড়ো হোলে মতিচ্ছন্ন দশা ধরে।

নেতা। তুমি থাম না গা।

মাতা। থাম্‌তে বোলচো কি? উপযুক্ত ছেলেকে কি এমন কথা বলে? কোন্ বাপে এমন কথা বোলে থাকে! ক্ষেতার আড্ডায় গুলিখেয়ে গুলিখেয়ে মতিচ্ছন্ন দশা ধরেচে।

নেতা। চুপ্ চুপ্ আবার ঐ কথা! ক্ষেত্তর বাবু, ক্ষেত্তর বাবু!

হরেন। দেখ আমার কাছে ঐ গুলিখোরটাকে ক্ষেত্তর বাবু ক্ষেত্তর বাবু বোলো না বল্‌চি, দেশ সুদ্ধ লোকের কাছে ক্ষেতা গুলিখোর, আর ওনারি কাছে ওবেটা কি না ক্ষেত্তর বাবু!

নেতা। ওরে অত মাথা গরম করিস্‌নে। ক্ষেত্তর বাবু মস্ত বড় ঘরের ছেলে। কত বেটা ওর বাপের খেয়ে মানুষ হয়েছে। এখনও কত লোক ক্ষেত্তর বাবুর উমেদারি করে। ক্ষেত্তর বাবুর মেজাজ বড় উঁচু!

হরেন। হঁ।—হঁ—সব্‌ জানা আছে। ও বেটা, গুলিখোর ছিঁচ্‌কে চোর, চসম খোর,—ও বেটার আবার মেজাজ। তোমায় ভালোয় ভালোয় বল্‌চি, ও বেটার আড্ডায় যেও না। তোমার জন্যে মুখ দেখানো ভার।

নেতা। ছিঃ ছিঃ ও কথা বলিস্‌নে, রাগ করিস্‌ নে বাবা। ক্ষেত্তর বাবুর মত মানুষ কি জন্মাবে। ক্ষেত্তর বাবু ক্ষণজন্মা পুরুষ। যাও তোমার ঘরে যাও! (হরেনের মার প্রতি) তুমি দাঁড়িয়ে কি কোচ্চ?

মাতা। দাঁড়িয়ে আবার কি কোর্‌বো। তোমার বে-আক্কেলে কথা শুন্‌চি। জন্ম জন্ম ক্ষেতাকে নিয়েই থাক।

নেতা। কলাপোড়া খা।

মাতা। মর্‌বার পালক উঠলে, মতিচ্ছন্ন দশাই ঘটে।

হরেনের মা ও হরেনের প্রস্থান।

নেতা। কলাপোড়া খা।

প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ক্ষেতা গুলিখোরের আড্ডা ঘর।

ক্ষেতা গুলিখোর

ক্ষেতা। (গুলি পাকাইতে পাকাইতে) নেতা মিতে আমার, না শালা আমার ! দেবে চার পয়সা, খাবে চার আনা। আমি এত বড় একটা ঘুঘু ছেলে, আমায়ও ফাঁদে ফেলেছে। এটা কি কম কথা বাবা ! শালা কোন্ ক্ষ্যাণে আমার সঙ্গে মিতে পাতিয়ে ছেলো, সে ক্ষ্যাণটা জান্‌তে পারি ত, লিখে হাতে কবচ কোরে রাখি। মিতে—মিতে—মিতে, অমন মিতে আমার আড্ডাঘর ঝাঁট দিলে কত শালা বেরোয়। সন্ধ্যে হবে, আর শালার শালা কুঁকড়োর গু, কোথেকে উড়ে এসে জুড়ে বোস্‌বে। এই সন্ধ্যে হোয়েচে শালা এলো বোলে।

নেতা ও চারিজন গুলিখোরের প্রবেশ।

এস ভাই দাদা এস, তাইত বলি, মিতে এখনও আস্‌চেনা কেন ? আর একটু হোলেই মিতে, তোমার বাড়িতে ছুট্‌তে হোতো ! এলে বাঁচালে, ধড়ে প্রাণটা এলো !

নেতা। আস্‌তে একটু দেরি হোলো মিতে, কিছু মনে কোরো না দাদা।

ক্ষেতা। (স্বগত) শালা মলে হরির নুট দি। (প্রকাশ্যে) সে কি মিতে, তুমি কি আমার পর মিতে ! এস মিতে, বোসো মিতে, তারিক্ কর মিতে !

নেতা। ভ্যালা মোর ভাই রে!

ক্ষেতা। (স্বগত) শালা আমার সোহাগ জানাচ্চে। (প্রকাশ্যে) তা ত বটেই, তা ত বটেই মিতে। সন্ধ্যে ত উত্‌রে গেছে, আর কেন মিতে, বয়া ভাসানো যাক্। কি বল মিতে?

নেতা। শুভস্য শীঘ্রং, শুভস্য শীঘ্রং।

ক্ষেতা। (স্বগত) শালা যেন কপ্‌চাচ্চে। (অন্য গুলিখোরদের প্রতি প্রকাশ্যে) বাবা, তোরা হাত গুটিয়ে জগন্নাথ হোয়ে বোসে রইলি যে, হাত বার কর্, ঠিক ঠাক কর্, দেরি করিস কেন বাবা। দেখ্‌চিস্ আমার মিতে এসেছে, আর কি দেরি চলে বাবা!

সরঞ্জম লইয়া সকলের গুলি সেবন।

একটা মনের সাধ আছে মিতে, সেটা আজ মেটালে হয় না?

নেতা। কি, কি মিতে? কি সাধ?

ক্ষেতা। (স্বগত) তোর মাথা আর মুণ্ডু! (প্রকাশ্যে) কালী পূজো মিতে।

নেতা। মাতালের পুজো! বেয়াড়া পূজো কেন মিতে? কালার পীরিতে অরুচি কেন মিতে?

ক্ষেতা। (স্বগত) তোর কালার পীরিতে আজ বালির বাঁধ বাঁধাব শালা। (প্রকাশ্যে) কালা কালী একই কথা মিতে। যে কালা সেই কালী। আমরাই দুর্গা, আমরাই কালী, আমরাই লক্ষ্মী, আমরাই সরস্বতী। পূজোয় আবার কালাকাল কি! এস আজই আমরা কালী সাজি।

নেতা। বেশ কথা মিতে! কাল রং না হয় পোড়া হাঁড়ির তলা আছে। মাথায় মটুক, খাঁড়া, মুণ্ডমালা, মুণ্ড, আর হাত দুখানা ত চাই মিতে।

ক্ষেতা। (স্বগত) ওরে আঁটকুড়ির ছাগল, তোর জন্যে সব ঠিক কোরে রেখেছি। (প্রকাশ্যে) মিতে, কিছুরই অভাব নেই, সবই আছে।

নেতা। তবে আর কি মিতে! কর্ত্তার ইচ্ছেই কম্ম, মনের ইচ্ছেই ধম্ম, ভাল ভাল!

ক্ষেতা। (স্বগত) রঃ,—আটকুড়ির ছাগল রঃ, আগে নৈবিদ্দি সাজাই, তার পর তোর,—(প্রকাশ্যে ২য় গুলিখোরের প্রতি) আমার সঙ্গে আয়, সাজাই গে।

নেতা। পূজোর পাঁটা কৈ মিতে?

ক্ষেতা। (স্বগত) শালা তুই আস্ত বোকা থাক্‌তে আবার পাঁটা। (প্রকাশ্যে) সব যোগাড় আছে মিতে। (২য় গুলিখোরের প্রতি) আয় রে বাবা আয়। (ক্ষেতা ও ২য় গুলিখোরের প্রস্থান।)

নেতা। আজ মিতের মেজাজটা কেমন বিদ্‌কুটে।

১ম। শালগেরামের বসা-দাঁড়া বোঝা ভার।

৩য়। শালা নিজের গণ্ডা বেশ বোঝে।

তোতলা। আমরা এত দি, তবু শালার দাও দাও।

১ম। ছোটর নজর আর কত হবে।

ভাতের থালা হাতে ক্ষেতা এবং কচু পাতার মটুক পরিয়া গলে কোল্‌কে ও কোমরে নোল্‌চের মালা দিয়া এক হাতে খাঁড়া ও অন্য হাতে হুঁকা লইয়া সজ্জিত কালী ও ক্ষেতার প্রবেশ।

নেতা। বাহবা মিতে; মিতে আমার কুমোরের পো, ভ্যালা কালী বানিয়েচ মিতে!

ক্ষেতা। (স্বগত) তোর উচ্ছুগ্যের আর দেরি নেই **শালা!** (প্রকাশ্যে) পূজোর ভার তোমার উপর মিতে।

নেতা। কুশাসন কৈ মিতে?

ক্ষেতা। ঐ ছেঁড়া চেটায় বোসে যাও মিতে।

নেতা। (যোড়হস্তে কালীস্তব)

ওঁ হ্রীং হূং শ্রীং কাল্লীং দেবীং মহাকালপ্রিয়াং হরাম্।
ধান্যসিদ্ধস্থালীদীপ্ততলদ্যেতকলেবরাম্।
ভজামি প্রসীদ মাতঃ কলিকলুষনাশিনীম্॥

কিঞ্চ নবকচুপত্রশিরোমুকুটশোভিনীম্।
তস্তবদ্ধভগ্নাভগ্নকলিকামুণ্ডমালিনীম্।
ভজামি প্রসীদ মাতঃ কলিকলুষনাশিনীম্॥

ততো গলচ্ছে তরক্তহুক্কামুণ্ডধরাং পরাং।
প্রকম্পিতজীর্ণভুগ্নখড়্গধরাং ভয়ঙ্করাং।
ভজামি প্রসীদ মাতঃ কলিকলুষনাশিনীম্॥

গুম্ফশ্মশ্রুসুশোভিতসুমধুরহাস্যমুখীং।
দুর্গন্ধিং গ্রন্থিলং বস্ত্রং মল্লকচ্ছঞ্চ বিভ্রতীং।
ভজামি প্রসীদ মাতঃ কলিকলুষনাশিনীম্॥

নমামি মাতরং শীর্ণচতুরর্দ্ধকরাং বরাং।
সিন্দূরাক্তটিনপত্ররচিতরসনাধরাং।
ভজামি প্রসীদ মাতঃ কলিকলুষনাশিনীম্॥

জাটযষ্টিকৃতাং কাঞ্চীং ধারয়ন্তীং সুশোভনাং।
আড্ডারণাঙ্গনে রঙ্গান্নৃত্যন্তীং ঘোরভাবিনীং।
ভজামি প্রসীদ মাতঃ কলিকলুষনাশিনীম্॥

ক্ষেতা। (স্বগত) এই বেলা শালাকে সাবাড় কোরে দি।

(কালীর খাঁড়া গ্রহণ, নেতাকে কাটিতে উত্তোলন, ফস্‌কাইয়া নিজের পা ছেদন।)

(চীৎকার করিয়া) উহুঃ বাবারে গেলুম রে।

নেতা। (উঠিয়া) কি কোল্লে,—কি কোল্লে,—মা আমার! মিতের আমার কি কোল্লে! তাইত, পা কেটে রক্ত ঝুঝিয়ে পোড়ছে যে, মা আমার, পাঁটার বদলে মিতের পা-টাই নিলে মা!

তোতলা। শালার ঠিক হোয়েচে!

৩য়। মা আমার ঠিক কোরেচেন! পুজুরি ছেড়ে পা কেটেচেন!

ক্ষেতা। বাবারে! গেলুম রে! জল দেরে!

১ম। এত রাতে কে জল ছোঁয় বাবা!

তোতলা। জলের নাম করো না বাবা! দে শালার মুখে ভাত গুঁজে দে।

(সকলে মিলিয়া ক্ষেতার মুখে ভাত গুঁজিয়া দেওন।)

শালা মোরেচেন্!

৩য়। সে দিনের এক থোলে টাকা হজম কোরে মট্‌কা মেরে পোড়ে আছেন।

১ম-৩য়। দে শালা চাবি দে, দে শালা চাবি দে!

বরদার প্রবেশ।

বরদা। বাবারে বাবা, ক্ষেতার জ্বালায় চোখে পাতা পড়বার যো নেই। কত কোরে একটু তন্দ্রা এসেছে, আর চেঁচানি দেখ, যেন ষাঁড় দাগ্‌চে। গলায় বাঁশ পুরে দিতে হয়। যত দিন্ যাচ্চে, তত মাতুনি যেন বাড়্‌চে। যত কিছু বোল্‌বো না মনে

করি, তত যেন আস্কারা বেড়ে যাচ্চে। মর্ মর্, সব কাশী মিত্রের ঘাটে যা, এত মড়া মোর্‌চে, ক্ষেতার আর মরণ নেই। ক্ষেতা পোড়ার মুখোর মাগ না ছেলে, ঢেঁকি না কুলো, এত জোটাতেও পারে; আর ক্ষেতা মুখপোড়ার কাছে উনপাঁজুড়ে বরাখুরে এত গুলিখোর এসেও জোটে। পোড়ার মুখো কোথা গেল? তোরা যা কর্ তা কর্, গাঁজা খা, গুলি খা, চরস খা, চণ্ডু খা, গু-মুত, ছাই-ভস্ম খা, আমার পেছনে কেন লেগেছিস্ বল্ দিকিন্? ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোবো জানিস্? ক্ষেতা পোড়ার মুখো কোথা গেল?

নেতা। (হাত যোড় করিয়া) অ মা ঠাকরুণ, একটু থামুন,— একটু থামুন।

বরদা। কেরে ড্যাকরা বুড়ো, শুকুনি, আমার সঙ্গে ঠাট্টা! আমি তোর বাবার বাবা চোদ্দ পুরুষের মা ঠাকরুণ! আমার সঙ্গে ঠাট্টা, গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দোবো জানিস্! এমন গাল দোবো, তোর চোদ্দ পুরুষে তেমন গাল শোনেনি। আমার সঙ্গে ঠাট্টা! যমে তোর ঘাড় ভাঙুক, আমি ধার কোরেও হরির লুট দোবো। ড্যাক্‌রা বুড়ো, আমি কি তোর মা-মাসী যে, আমার সঙ্গে ঠাট্টা, মর্—মর্—মর্, ভাগাড়ে গিয়ে মর্! শেয়াল কুকুরে টানাটানি, ছেঁড়াছেঁড়ি করুক!

নেতা। তোমায় ঠাট্টা করিনি মা ঠাকরুণ, দেখ্‌চোনা এখানে কে পোড়ে আছে!

ক্ষেতা। ও মাগো, গেলুম গো!

বরদা। (রক্ত দেখিয়া) ও গো রক্ত যে গো! ওটা কে পোড়ে, ক্ষেতা! (উচ্চৈঃস্বরে) ও গো-কোথা যাব গো! ক্ষেতা!

তোর কি হোলো গো ! ক্ষেতা ! তোকে কে খুন কোর্‌লে গো !

তোতলা। চুপ কর বাবা,—চুপ কর !

বরদা। (চীৎকার করিয়া) ও গো ক্ষেতার কি হোলো গো ! ক্ষেতাকে কে খুন কোর্‌লে গো ! আমার মুখ চেপে ধোরেচে গো ! কেমন কোরে চুপ কোর্‌বো গো ! খুন গো,—খুন গো,—খুন গো !

পাহারাওয়ালার প্রবেশ।

পা। এত্‌না রাতসে সোরগোল কাঁহে হোতা হ্যায়, চুপ্‌ চাপ্‌ রও। (বরদার প্রতি) কেঁও রেণ্ডি, ইয়া কেয়া মজিরা হ্যায়:?

বরদা। (চীৎকার করিয়া) ক্ষেতাকে খুন কোরেচে গো !

পা। কেয়া খুন হুয়া, খুন হুয়া আড্ডাকা ক্ষেত্তর কো খুন কিয়া ! (উচ্চৈঃস্বরে) যুড়িদার হো, যুড়িদার হো, খুন হুয়া, খুন হুয়া !

দুইজন পাহারাওয়ালার প্রবেশ।

২য় পা। ই কোন্‌ হ্যায় ?

১ম পা। শালা গুলিখোর এক আদমিকো কালী মায়ীকা মূর্ত্তি বানা কর্‌কে পূজা কিয়া, আউর আদমিকো বল্‌ দিয়া।

২য় পা। শালা লোক বহুত নেশা খায়া।

১ম পা। হুঁসিয়ার রহো, শালা লোক ভাগ্‌যাগা। জল্‌দি পাক্‌ড়ো, জলদি পাক্‌ড়ো।

৩য় পা। ভৈইয়া ভাগ্‌ কর্‌ কাঁহা যাগা, চুর্‌কি ধর্‌কে থানামে লে যাগা।

বরদার পলায়নোদ্যত।

(বরদার হস্ত ধারণ করিয়া) কাঁহা ভাগ্‌তি হ্যায় রেণ্ডি !

বরদা। আ মর্‌ মিন্‌সে, রকম দেখ, আমার হাত ধরে ! আমি খুন করিচি নাকি, আমার হাত ধর্‌চিস্‌ ! যারা খুন করেচে, তাদের ধোর্‌গে যা, বাঁধগে যা, আমার হাত ধরিস কেন ?

মর্—মর্—মিন্সে, এখনই কাশী মিত্রের ঘাটে পাঠিয়ে দোবো জানে না।

৩য় পা। জোর মৎকরো, গালি মৎ দেও, নেহিতো এক ডাণ্ডা লাগায় দেগা।

বরদা। লাগানা দেখি! আমি ইলিস্পেটর সাহেবকে বোলে দিয়ে তোদের চাকরি ছাড়িয়ে দোবো জানিস্। আ মর্ মিন্সে, বোল্লে আরও বাড়ায়। হাত ছেড়ে দে বল্‌চি! এখনি গাল দিয়ে ভূত ছাড়া কোর্‌বো। ছাড়্ বল্‌চি, ছাড়্!

২য় পা। ইয়ে রেণ্ডি বহুৎ বদ্‌মাস হ্যায়।

১ম পা। শালীকো আচ্ছিতরা হুঁসিয়ারিসে পাক্‌ড়ো। হুসিয়ার্‌সে রহো, নেহি তো ভাগ্ যাইগি।

৩য় পা। ইয়ে রেণ্ডিবি গুলি খাতা হ্যায়!

২য় পা। ঠিক্ গুলি খাতি হ্যায়।

১ম পা। এক ডাণ্ডা লাগানেসে ঠিক্ হো যাইগি।

বরদা। আ মোলো যা, কিছু বোল্‌চিনি বলে, আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে। যার যা মুখে আস্‌চে, তাই বোল্‌চে। আমি গুলি খাই। ছোটলোকের মুখে আস্পর্দ্ধার কথা দেখ। আমার ঘরে তোদের বাবা ইলিস্পেটর সাহেব আসে, তা বেটারা জানে না। সে আমায় এমন কথা বলে না। সে ত ছোটনোক নয়। ভদ্দর নোক, আর ছোটনোকে তফাৎ এই। হাত ছাড়্, বেটা হাত ছাড়্, বাড়ী যাই হাত ছাড়্! এত দেরি হচ্চে, বাবু কি মনে কোচ্চে। হাত ছাড়্ বেটা,—হাত ছাড়্!

৩য় পা। ইয়ে রেণ্ডি বহুৎ বদ্‌মাস হ্যায়। গালি দেতি হ্যায়।

(৩য় পাহারাওয়ালা রুলের গুঁতা দিতে উদ্যত।)

বরদা। (চীৎকার করিয়া) বাবারে, গেলুমরে, মেরে ফেল্লে রে। হতভাগা মুখপোড়ারা, তোদের কি একটুকুও মায়া দয়া নেই। তোরা মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুলিস্। তোদের কি মা-বোন্ নেই, সব কাশীমিত্রের ঘাটে পুড়েচে! আচ্ছা তোদের কাছে হার মান্‌লুম, আমায় ছেড়ে দে, তোদের পায়ে পড়ি ছেড়ে দে।

২য় পা। ইয়ে রেণ্ডি বহুৎ ছেনাল হ্যায়।

রুলের গুঁতা দেওন।

বরদা। গেলুম্ রে, মলুম রে, (স্বগত) দারোগা আমার ঘরে আসে কত ভালমানুষটি। মনে কোরেছিলুম, তার তাঁবের লোক গুলো কতই না ভালমানুষ হবে। দুটো গাল মন্দ কোর্‌লে, ছেড়ে দেবে। ও বাবা, তা ত নয়, এক একটা যেন যমদূত। গাল দিলে হবে না। ভাল মান্‌ষি করে দেখি, যদি ছেড়ে দেয়। (প্রকাশ্যে) জমাদার সাহেব, ও জমাদার সাহেব, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।

৩য় পা। হাম্ নেহি ছোড়েগা। হাম্‌রা সাৎ চল্‌নে হোগা।

বরদা কোথা জমাদার সাহেব?

৩য় পা। থানা মে।

বরদা। কেন জমাদার সাহেব?

৩য় পা। হিঁয়া খুন্ হুয়া, তোম্ ইস্কা গওয়া রহো।

বরদা। আমি কিছু জানিনি জমাদার সাহেব। খুনের পর এসেছি জমাদার সাহেব। আমি থানায় গিয়ে কি কোর্‌বো জমাদার সাহেব?

৩য় পা। হাম্‌কো বোল্‌নেসে কুছ্ নেহি হোগা। ইন্‌স্পেক্টর

সাহেবকো পাস্ তোম্‌কো হাজির হোনে হোগা। ইন্‌স্পেক্টর সাব্ যো করেগা ঐহি হোগা।

বরদা। আমায় একবারটি ছেড়ে দাও জমাদার সাহেব, আমার বড্ড বাহ্যে পেয়েছে। বাহ্যেকোরে আবার আস্‌বো।

৩য় পা। ইস্ মোকান্‌কে পায়খানামে যাও, হাম পিছেমে খাড়া হ্যায়।

বরদা। তোমরা আমার বাপ্ হও, আমায় ছেড়ে দাও।

৩য় পা। বহুৎ বহুৎ মিঠাবাৎ শুনা হ্যায়। ঘুড়িদার গাড়ি ডাকো, সব্‌কো থানামে লে চলো।

ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের প্রবেশ।

সাহেব। কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া?

তোত্‌লা। কুচ্ নেহি, কুচ্ নেহি।

সাহেব। ইসিকো কোন্ খুন কিয়া?

নেতা। ঝুরো লুশে কুপো কাৎ হুয়া।

সাহেব। কেয়া?

গুলিখোরগণ। (সুর করিয়া) ঝুরো লুশে কুপো কাৎ।

সাহেব। কেয়া কেয়া?

গুলিখোরগণ। (উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া) ক্ষেত্তর পোদ, ক্ষেত্তর পোদ, গো! ঝুরো লুশে কুপো কাৎ, সাহেব গো!

সাহেব। শালা লোগ বহুৎ বদ্‌মাস্ হ্যায়। সব্‌কৈ থানামে লে চলো।

প্রস্থান।

নেতা। (স্বগত) হায় হায়! ছোট লোক গুলিখোরদের সঙ্গে মিশে, অল্প বয়স থেকে গুলি খেতে শিখে, বুড়ো বয়সে বুঝি প্রাণটা গেল!

যবনিকা পতন।

প্রশংসা পত্র।

(মেঘনাথ সর্দ্দার হাফ্‌টোন ছবি সহ মূল্য ।৷০ আনা)

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের পত্র ;—

85 Grey Street, Calcutta.
18th April, 1913.

Dear Babu Gostabehari,

I do not remember if I wrote any criticism on your novelette "Meghnad Sardar". I read through it and I think the book is a good one and will do good to rural Bengal. I am one who is fond of antiquities and would gladly go back to the former days. I like the rustics and would like to deal with them as they used to be dealt with in our childhood.

Thanking you for your presenting me with a copy of the book.

Yours sincerely,
SARADA CHARAN MITER.

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, ডি, এল, মহোদয়ের পত্র ;—

মহাশয়,

আপনার প্রদত্ত "মেঘনাথ সর্দ্দার" নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম, এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

পুস্তকখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি, সমস্ত পাঠ করিবার সময় পাই নাই। ইচ্ছা রহিল অবকাশ মত সমস্ত পাঠ করিব।

যে টুকু পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই দেখিলাম পুস্তকের ভাষা অতি সরল ও সুন্দর। পুস্তকের আদ্যোপান্ত না পড়িলে তাঁহার বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। এই জন্য তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলাম না। ইতি—

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা, আপনারই

১৩ই চৈত্র ১৩১৯। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থকার পুস্তকখানি তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় ডাক্তার নন্দলাল দে এম, বি মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। ডাক্তার নন্দলাল দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, আমরা তাঁহাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানিতাম। চিকিৎসকগণের মধ্যে এমন সহৃদয়তা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। সেই নন্দলালের পুত্র গোষ্ঠবিহারী বাবু যে পিতার ধাত পাইয়াছেন তাহা তাঁহার চিত্রিত মেঘনাথ সর্দ্দারের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। বস্তুত বঙ্গীয় ছেলে মেঘনাথকে গ্রন্থকার যে আদর্শ-চরিত্র চরিত্রে ভূষিত করিয়াছেন, তাহা অনেক উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে দুর্লভ। মেঘনাথ চোর ডাকাতের যম, অত্যাচারীর শত্রু, উৎপীড়িতের রক্ষাকর্ত্তা, বিপন্নের বন্ধু, দরিদ্রের আশ্রয়দাতা; মেঘনাথের বাহুবল অসীম, চরিত্রবলও অল্প নহে, বাগদীর ছেলে হইলে কি হয়, মেঘনাথ সদাশয় উন্নতচেতা ধর্ম্মপ্রাণ মনিবের আশ্রয় লাভ করায় সাধারণ মানব-দুর্লভ বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়াছিল। এ হেন মেঘনাথ-চরিত গ্রন্থকারের অপুর্ব্ব সৃষ্টি, গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ, আজকালকার ইংরাজী বাঙ্গালায় খিচুড়ী নহে।

নায়ক।

মেঘনাথ সর্দ্দার।—বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ নবন্যাস। প্রণয়নকর্ত্তা শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে, প্রকাশক শ্রীযুত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। এই পুস্তকে গল্পচ্ছলে মানবচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। মেঘনাথ সর্দ্দার মফঃস্বলের এক জমীদারের বাটীর পাইক, নীচকুলে তাহার জন্ম কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠা ও যথাসাধ্য সামর্থ্যে পরের উপকার তাহার জীবনের ব্রত ছিল, তাহার দ্বারা অনেক লোক বড় বড় বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। চরিত্র চিত্রণে গোষ্ঠবিহারী বাবুর কতকটা সামর্থ্য আছে, পুস্তকের ভাষাও মন্দ নহে। পুস্তকখানি পড়িবার উপযুক্ত।

বসুমতী।

মেঘনাথ সর্দ্দার।—(বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ উপন্যাস) শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থখানির নায়ক মেঘনাথ। নামজাদা নায়ক না হইলেও ঘটনা চিত্রণে গ্রন্থকার মেঘনাথকে সুন্দর চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন। মেঘনাথের মত পরোপকারী, স্বার্থত্যাগী সমাজের মধ্যে বড়ই অভাব। মেঘনাথের স্ত্রী নবদুর্গার চিত্র আবার আরও উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে। এই পুস্তকে পাপপুণ্য, আলো অন্ধকার, স্বর্গ-নরকের চিত্র পাশাপাশি থাকায়, উপন্যাসখানি বড়ই সুখপাঠ্য হইয়াছে। গিরীন্দ্রমোহন আদর্শ জমীদার। আজকাল এই চরিত্রের জমিদার বাঙ্গালায় ক'জন আছে? গ্রন্থকারের পটুতায় জন্য একখানি বিচিত্র ঘটনাময় কাহিনীতে দাঁড়াইয়াছে। পাঠে আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।

বসুধা।

প্রশংসা পত্র।

(মোসাহেব সোণার জলে বাঁধাই মূল্য ৷৹ বার আনা)

বিবিধ সংবাদ পত্র ও "সম্বাদ প্রভাকর" সম্পাদক ও "হরিদাসের গুপ্তকথা" প্রভৃতি বিবিধ নীতি-গর্ভ বহু পুস্তক প্রণেতা আমার পূজনীয় পিতৃবন্ধু শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি আমার এই "মোসাহেব" পুস্তকের আদর্শ খানি দেখিতে দিয়া ছিলাম, তিনি এতৎসম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল :—

পরমকল্যানীয় শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী দে পরমস্নেহাস্পদেষু—

তোমার প্রণীত "মোসাহেব" নামক নূতন পুস্তক খানির আদর্শের আদ্যোপান্ত পাঠ শ্রবণ করিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম। মোসাহেবগণের চরিত্র, বেশ্যা লম্পটের চরিত্র, কুসঙ্গের ফলাফল অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। যাঁহাকে তুমি নাট্যকাব্যের প্রণালীতে প্রধান নটরূপে দাঁড় করাইয়াছ, যাহাকে নীচ-কুল-সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ, তাহার শৈশব-চরিত্র যৌবন চরিত্র ও শেষ কালে সংসার-জীবন-চরিত্র তুমি যেরূপে সজ্জিত করিয়াছ, তাহাতে তোমার যথেষ্ট গুণপণার পরিচয় হইয়াছে, বর্ণনা গুলি সমস্তই স্বাভাবিক। আশা করি, তোমার এই "মোসাহেব" বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সমান উৎসাহে স্বদেশীয় সাহিত্য-চর্চ্চায় নিরত থাক, দশের নিকট যশের ভাজন হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ কর।

১১ই জ্যৈষ্ঠ,
সন ১৩১৮ সাল।

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
নিত্য আশীর্ব্বাদক—
শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য, অঙ্ক-শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীশঙ্কর দে এম এ, বি এল মহাশয়ের পত্র ;—

পরম কল্যাণীয় শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে দীর্ঘজীবেষু—

তোমার প্রণীত "মেঘনাথ সর্দ্দার" উপন্যাস খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। সৎসঙ্গগুণে মানুষ কত দুর উন্নত হয়, তাহা মেঘনাথের চরিত্রে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

মেঘনাথ ও তাহার স্ত্রী নবদুর্গার কথোপকথন অতি সরল ও স্বাভাবিক। শ্রীবৃন্দাবন ধামে মেঘনাথের প্রেমের মত্ততা বড়ই মধুর ও হৃদয়স্পর্শী।

প্রত্যেক চরিত্র-চিত্রণ অতি পরিপাটী হইয়াছে। ভাষা সরল প্রাঞ্জল ও মধুর। পুস্তকের নাম "মেঘনাথ সর্দ্দার" হইলেও ইহাকে একখানি ধর্ম্ম-পুস্তক বলা যাইতে পারে। এরূপ সৎপুস্তক যতই প্রকাশিত হয়, ভাষা ও সমাজের ততই মঙ্গল।

২৬ শ্রাবণ, সন ১৩১৯ সাল। শ্রীগৌরীশঙ্কর দে।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এটর্ণি, সাহিত্য-সেবক মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, বেদান্তরত্ন মহোদয়ের পত্র ;—

139 Cornwallis Street,
Calcutta, 24-5-1913.

Dear sir,

I am obliged to you for having sent me a co[illegible] of your "Megnath Sardar." I have looked thr[illegible] it. You ought to be congratulated on the amo[illegible] success you have been able to achieve.

Yours truly
H. N. DAT[illegible]A.